যুগান্তর

তারিখ 03 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

শিক্ষার মানোন্নয়নে ১০ পদক্ষেপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

মুসতাক আহমদ

দেশের স্নাতক পর্যায়ের কলেজে শিক্ষা কার্যক্রমে বেহাল দশা বিরাজ করছে। ২ সহস্রাধিক কলেজে পাস, অনার্স ও মাস্টার্সসহ বিশেষায়িত বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ২৫ লাখের বেশি শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে এসব কলেজে। কিন্তু তারা পাচ্ছে না মানসম্মত শিক্ষা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম না হওয়া, শিক্ষক সংকট, দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক না থাকা, যারা আছেন তাদের প্রশিক্ষণের অভাব, নোট-গাইডনির্ভর লেখাপড়া, নামেমাত্র পরীক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এসব কলেজের শিক্ষার মান নিয়ে দেশের উচ্চ শিক্ষার অ্যাপেক্স বডি বলে খ্যাত 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন'ও (ইউজিসি) সন্তুষ্ট নয়। যে কারণে তাদের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে পরপর তিন বছর বলা হয়েছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মান নিম্ন। প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীন বিভিন্ন কলেজের লেখাপড়ার মান নিয়েও হতাশা প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ এ বিষয়ে জানান, কলেজ শিক্ষার মান নিয়ে ইউজিসিসহ বিভিন্ন মহলের উদ্বেগের বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল। দেশের উচ্চ শিক্ষার্থী প্রত্যাশীদের প্রায় ৭০ ভাগই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর শিক্ষার মান নিশ্চিত করা না গেলে গ্রাজুয়েটরা পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি সার্বিক অর্থে দেশ ৭০ ভাগই পিছিয়ে থাকবে। এ সত্যটি বিবেচনায় আমরা কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে মেগা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পথে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় পদক্ষেপ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

পদক্ষেপ : শিক্ষার মানোন্নয়নে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে দশ ধরনের নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতিতে কড়াকড়ি, ফলাফলের ভিত্তিতে কলেজ র‍্যাংকিং এবং ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন মহলের দাবি বহুদিনের। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এদিকে নজর দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ না থাকা এবং সেখানে দলাদলি ও গ্রুপিংয়ের রাজত্ব কায়েম হওয়ায় মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বর্তমান ভিসিসহ প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর এ নিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন কলেজে চিঠি দিয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। এর বাইরে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত নিয়ে ৮ মে জাতীয় কর্মশালাও ডাকা হয়েছে।

রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা দুটি চিঠি পেয়েছি। শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা সুপারিশ চূড়ান্ত করব।'

জানা গেছে, শিক্ষার মানোন্নয়ন শীর্ষক চিঠিতে এমসিকিউ পদ্ধতিতে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে সুপারিশে সবক'টি বিকল্পকেই দেয়া যাবে বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়। সূত্র আরও জানায়, ইতিমধ্যে বিভিন্ন কলেজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপারিশ জমা পড়তে শুরু করেছে। ওইসব সুপারিশের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, শিক্ষার্থী সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার মধ্যে রাখা; শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও তদারকির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে 'ব্যবহার, কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং সেল/দফতর খোলা, স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কার্যকর রাখতে কেন্দ্রীয়ভাবে অধিকসংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কেন্দ্রের পাশাপাশি অঞ্চলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, দূর শিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ভিত্তিতে র‍্যাংকিং করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি, দেশকে ১০টি ভাগে ভাগ করে প্রতি অঞ্চল থেকে ৭টি করে প্রতিষ্ঠান নিয়ে শ্রেষ্ঠ ৭০টি কলেজকে প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা, কেন্দ্রীয়ভাবে পাঠ্যবই রচনা প্রকল্প গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করার সুপারিশ আসছে। শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করতে হাজিরা কড়াকড়ি করা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি ক্লাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার মধ্যে রাখার সুপারিশও আসছে।

সুপারিশের মধ্যে সরকারি কলেজে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হিসেবে তিন ধরনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে— শিক্ষক স্বল্পতা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়ে শিক্ষক বদলি এবং পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতার কথাও এসেছে।

এতে বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানের ব্যাপারে শিক্ষক নির্বাচনে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সংশোধনের সুপারিশ এসেছে। এরমধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন, আঞ্চলিকভাবে নির্বাচন, পিএসসির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু অনিয়োগপ্রাপ্ত তালিকা থেকে নিয়োগ করার বিকল্প প্রস্তাব এসেছে। তবে কেউ কেউ প্রচলিত পদ্ধতি অব্যাহত রাখার কথাও বলছেন।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নমালায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে কী করা যায় এবং নতুন কী বিভাগ খোলার সুযোগ আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও নানা বক্তব্য ও সুপারিশ এসেছে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি কলেজের যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা বের করার উদ্যোগ নিয়েছে, তার তথ্য অনলাইনেই সংগ্রহ করছে। এতে মূলত কলেজের ধরন, শিক্ষকের সৃষ্ট পদ, কর্মরত পুরুষ শিক্ষক, মহিলা শিক্ষক, মাউশি কর্তৃক অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে বর্তমানে ২ হাজার ১৫৪টি উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী কলেজ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১ হাজার ৮৭৯টি বেসরকারি এবং ২৭৫টি সরকারি কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রোগ্রাম, অনার্স, মাস্টার্স ছাড়াও বিভিন্ন পেশাগত ডিগ্রি দিয়ে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ২৫ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

এ বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক রশিদ বলেন, 'কোন কলেজের শিক্ষার কী মান তা আমরা কমবেশি অবহিত। তাই এখন কলেজের মান নির্ণয় না করে তাদের কাছে শিক্ষার মানোন্নয়নে কী করণীয় তা জানতে ৯টি প্রশ্নসহ একটি প্রশ্নমালা পাঠিয়েছি। আর শিক্ষার মান নিশ্চিতের সঙ্গে যেহেতু পর্যাপ্ত ও মানসম্মত শিক্ষক থাকার বিষয়টিও জড়িত, তাই আমরা আলাদাভাবে কোন কলেজে কত শিক্ষক আছে বা কত পদ শূন্য তা-ও বের করার উদ্যোগ নিয়েছি।'